ইসলামী বিশ্বে গণতান্ত্রিক শাসনের জন্য প্ল্যাটফর্ম

ইস্তাম্বুল, তুরস্ক
১৪ এপ্রিল ২০০৪

আমরা আফ্রিকা, এশিয়া, ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশসমূহের রাজনীতিবিদগণ ২০০৪ সালের ১২ থেকে ১৪ এপ্রিল তুরস্কের ইস্তাম্বুল শহরে অনুষ্ঠিত 'গণতন্ত্রমনস্কদের কংগ্রেস' এ মিলিত হই। আমাদের মধ্যে রয়েছেন বিভিন্ন দেশ ও সরকারের বর্তমান এবং সাবেক প্রধান, মন্ত্রী, সংসদ সদস্য এবং সুশীল সমাজ ও রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, যারা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্র পরিচালনা এবং রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। আমরা আমাদের নিজ নিজ জনগণের আশা-আকাঙ্খার প্রতি দৃষ্টি রেখে মুসলিম বিশ্বে গণতান্ত্রিক ভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য দৃঢ়ভাবে এই প্ল্যাটফর্মের প্রস্তাব করছি।

ভূমিকা

ইসলামী সংস্কৃতি এবং মূল্যবোধের মূলে রয়েছে সহনশীলতা, ন্যায়-বিচার, অংশগ্রহণ এবং সর্বোপরি শান্তি। এই নীতিসমূহ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা এবং অধিকতর শান্তিময় ও সমৃদ্ধ বিশ্ব গঠনের ভিত্তি তৈরি করে। এই নীতি এবং মূল্যবোধগুলো চর্চার মাধ্যমে যে সংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশ ঘটে তা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সাথে পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। এই কারণে আমরা দৃঢ়ভাবে মনে করি যে ইসলামী আদর্শের সাথে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে সংগতিপূর্ণ।

গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে আমাদের অভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিচয়ের জন্য ইসলামী মূল্যবোধ এবং নীতিসমূহ প্রয়োজন, যা নিশ্চিত করবে সকল নাগরিকের অধিকার ও স্বাধীনতা। যে অধিকার ও স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে জাতিসংঘ সনদ, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন সনদ, ওয়ারস (Warsaw) ঘোষণা, বিশ্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা, ইউরোপিয়ান মানবাধিকার কনভেনশন, মৌলিক অধিকার বিষয়ক ইউরোপিয়ান সনদ, নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ সংক্রান্ত জাতিসংঘ কনভেনশন, শিশু অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ কনভেনশন, মানবাধিকার বিষয়ক আফ্রিকা সনদ এবং সানা (Sana) সনদ ১৯৯৯ ও ২০০৪ এ।

এই নীতিমালাসমূহের প্রত্যেকটির সাথেই ইসলামী দেশসমূহের গণতন্ত্রমনস্ক ব্যক্তিগণ অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে তা মেনে চলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

উপরোক্ত নীতিমালা ও মূল্যবোধের আলোকে আমরা মনে করি যে, ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের সমাজকে দুর্বল না করে বরং আরো মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করবে। এছাড়াও আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি:-

সহনশীলতা

- চিন্তা- চেতনা ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা;
- বাক-স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা;
- গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও বহুমুখীতা; এবং
- সংগঠন ও সমাবেশ করার স্বাধীনতা।

ন্যায় বিচার

- ধর্ম, বর্ণ, জন্ম, লিঙ্গ, ভাষা, রাজনৈতিক পরিচয়, মতাদর্শ, জাতীয়তা বা সামাজিক উৎস, বিষয়-সম্পত্তি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক মর্যাদা নির্বিশেষে সকল জনগণকে সমান মর্যাদা দেয়া;
- রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সমতার নীতিসমূহ কোনভাবেই নারীসহ কম-প্রতিনিধিত্বশীল গোষ্ঠীকে দেয়া সুনির্দিষ্ট সুবিধাদির ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না এবং এই সকল সুবিধাদি তাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে;
- আইনের শাসন বহাল থাকবে এবং বিচার বিভাগ হবে স্বাধীন;
- নিপীড়ন, নির্যাতন এবং নিষ্ঠুর ও অস্বাভাবিক শাস্তি বিলোপ করা হবে; এবং
- দারিদ্র্য বিমোচন ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড অব্যাহত থাকবে।

অংশগ্রহণ

- জনগণের আস্থা অর্জনের জন্য স্বাধীন, নিরপেক্ষ এবং রাজনৈতিক সমতাপূর্ণ নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা করে অবাধ ও নিরপেক্ষ বহু দলীয় নির্বাচনের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর এবং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল পূর্ণ বয়স্ক নাগরিকের ভোট দান নিশ্চিত করা;
- গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারী-পুরুষ সবাইকে সমানভাবে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করা;
- যে সমস্ত সমাজ স্বাধীন গণমাধ্যম ও সিভিক এডুকেশন দ্বারা তথ্যাভিজ্ঞ এবং সুশীল সমাজ, যারা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে, তাদেরকে উৎসাহিত করা;
- জনগণের স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী জবাবদিহিসম্পন্ন রাজনৈতিক দল এবং একটি আইন প্রণয়নকারী সংস্থা (পার্লামেন্ট) যা স্বচ্ছ ও সঠিক রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে বৈধতা অর্জন করবে;
- একটি গণতান্ত্রিক শাসন প্রক্রিয়া যা স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, অবাধ তথ্যপ্রবাহ, সংসদীয় ব্যবস্থা এবং সুশীল সমাজের তদারকির (Oversight) মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং আইনের শাসন কার্যকর করে;
- শিশু অধিকারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সকল শিশুর শিক্ষা লাভের অধিকার নিশ্চিত করা এবং সকল ছেলে ও মেয়ে শিশুর শিক্ষা নিশ্চিত করা; এবং
- স্বচ্ছ অর্থনৈতিক নীতিমালা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্মিলিত ব্যবস্থাপনা (Corporate governance) যা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে সফলতা আনে।

এই প্ল্যাটফর্ম থেকে এটাই বোঝা যায় যে ইসলামের মূল্যবোধ এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার নীতিমালা পরস্পরকে সুসংহত করে।

আমরা বিশ্বাস করি, যে সকল দেশ ও ব্যক্তিবর্গ এই প্ল্যাটফর্মের নীতি অনুসরণ করবেন তারা মানুষের মর্যাদা, সামাজিক বন্ধন, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং নিরাপত্তায় অবদান রাখবেন এবং সকল মানুষের মধ্যে সমঝোতা ও শান্তি স্থাপনে সহযোগিতা করতে পারবেন।

আমরা দ্বিধাহীনভাবে ঘোষণা করছি যে, আমরা এই নীতিসমূহের প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ এবং ইসলামী বিশ্বের গণতন্ত্রমনস্ক ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এই বিষয়ে ফলো-আপ ও নেটওয়ার্কিং এর জন্য কাজ করব।